যুগান্তর

তারিখ 25 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

মিঠাপুকুরে ধর্ষিতাকে স্কুল থেকে বহিষ্কার

সাভারে গৃহবধূ ও ধামরাইয়ে ছাত্রী ধর্ষিত

যুগান্তর ডেস্ক

রংপুরের মিঠাপুকুরে ধর্ষণের অভিযোগে থানায় মামলা করায় নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। সাভারে এক গৃহবধূ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ঢাকার ধামরাইয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীর এক ছাত্রী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। রাজশাহীর পবায় ৪ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বিস্তারিত ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

রংপুর : ধর্ষণের শিকার ছাত্রী উপজেলার বড়বালা ইউনিয়নের শহীদ জিয়া ছড়ান বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে পড়ত। সে দুই মাস আগে ছড়ানবাজার এলাকায় একটি স্টুডিওতে ছবি তুলতে যায়। স্টুডিওর মালিক রাশেদুল ইসলাম তাকে স্টুডিওর ভেতর আটক রেখে ধর্ষণ করে। রাশেদুল বড়বালা ইউপি চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা সাহেব সরকারের ভাতিজা এবং শাহাজুর রহমান দুলালের ছেলে। এ ঘটনায় ৫ জনকে আসামি করে মিঠাপুকুর থানায় ধর্ষণ ও মরধরের মামলা করেন ছাত্রীর মা। কিন্তু মামলা করার ২ মাস পেরিয়ে গেলেও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি। উপরন্তু ধর্ষণ মামলা করায় প্রভাবশালীদের চাপের মুখে ওই ছাত্রীকে স্কুলে যেতে নিষেধ করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গত এক মাস সে স্কুলে গেলেও শ্রেণীকক্ষে বসতে দেয়া হয়নি। তাকে রেজিস্ট্রেশন করতে দেয়া হয়নি। শনিবার বিকালে স্কুল কর্তৃপক্ষ ধর্ষিতা ছাত্রীকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করে ছাড়পত্র পাঠিয়ে দেয়। এ বিষয়ে স্কুলের সভাপতি লুৎফর রহমার বলেন, ওই মেয়ের চরিত্র খারাপ। তাই তাকে স্কুল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। তিনি দম্ভ করে বলেন, 'কারও কিছু করার থাকলে করতে পারেন।' প্রধান শিক্ষক আনিছুল হক বলেন, ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্তে ছাত্রীকে বহিষ্কারাদেশ দেয়া হয়েছে। ইউপি চেয়ারম্যান সরকার বলেন, বিদ্যালয় ছাড়পত্র দিলে আমার করার কিছুই নেই। মিঠাপুকুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মহিনুল ইসলাম বলেন, ধর্ষণের ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে। আসামিকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মামুন-অর-রশীদ বলেন, ঘটনাটি গুরুতর। বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সাভার : ধর্ষণের শিকার গৃহবধূ সাভার পৌর এলাকার ইমান্দিপুর মহল্লায় ভাড়া থাকেন। রোববার রাত ১২টার দিকে তিনি রান্না করছিলেন। এ সময় ওই বাড়ির অপর ভাড়াটিয়া আলমগীর গৃহবধূকে জোর করে নিজের কক্ষে নিয়ে ধর্ষণ করে। তিনি সোমবার সকালে সাভার থানায় আলমগীরের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা করেন। পুলিশ ইমান্দিপুর এলাকা থেকে আলমগীরকে গ্রেফতার করেছে। সাভার থানার সহকারী পুলিশ সুপার মাহাবুবুর রহমান বলেন, ধর্ষণের শিকার ওই গৃহবধূর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ধামরাই : ধর্ষণের শিকার ছাত্রীর বাড়ি ধামরাই উপজেলার কুল্লা ইউনিয়নের কাতর বাইল্যা গ্রামে। সে জলশীন এলোকেশী উচ্চবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী। স্থানীয়রা জানান, সোমবার ভোর রাতে প্রতিবেশী আফসার আলীর ছেলে আরশেদ আলী ছাত্রীর শয়ন কক্ষে ঢুকে তাকে ধর্ষণ করে। এ সময় ধর্ষিতার ডাক চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এসে আরশেদকে হাতনাতে ধরে। স্থানীয় ইউপি সদস্য বদরউদ্দিন বাঁদু সালিশে মীমাংসার কথা বলে ধর্ষককে ছাড়িয়ে নিয়ে যান। পরে ধর্ষিতার বাবা থানায় আরশেদের বিরুদ্ধে মামলা করেন।

রাজশাহী : গ্রেফতার রুহুল আমিন উপজেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামের মজিবর রহমানের ছেলে। রোববার সন্ধ্যায় রুহুল আমিন মোবাইল ফোনে ভিডিও গান দেখানোর কথা বলে ওই শিশুকে নির্জন স্থানে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়।